মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত এর সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর নব-নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান এর বক্তব্য। তারিখ ঃ ০৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ ইং, সময়ঃ বিকাল ০৫ঃ০০ ঘটিকা, স্থানঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম,

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী, জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত;
- উপস্থিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ;
- উপস্থিত আমার চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ;

আসসালামু আলাইকুম,

মাননীয় মন্ত্রী,

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর নব-নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আপনার শত ব্যস্ততার মাঝেও এ সাক্ষাৎকার সভায় সময় প্রদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার পুনরায় গ্রহণ করায় আমরা বিশেষভাবে আনন্দিত এবং সেই সাথে এ চেম্বারের পক্ষ হতে আন্তরিক অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মাননীয় মন্ত্রী,

বৈশ্বিক মন্দা ও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সত্ত্বেও সার্বিক বিবেচনায় বিগত বছরটিতে বাংলাদেশের অর্থনীতি মোটামুটি ইতিবাচক ধারায় ছিল। আমরা দেখেছি, বিশ্ব জুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বিগত ৫ বছর বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি গড়ে ৬ শতাংশের ওপরে ছিল। একই সময়ে দেশের রপ্তানি বাণিজ্য ও রেমিট্যান্স প্রবাহের গড় প্রবৃদ্ধিও বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিসেম্বর, ২০১৩ এর সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ-এর পরিমাণ ১৮ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে যা দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে দ্বিতীয়। দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিচক্ষণ রাজস্ব নীতি ও ভারসাম্যপূর্ণ মুদ্রানীতির ফলে মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমূখী চাপ কিছুটা প্রশমিত হয়েছে।

বিগত পাঁচ বছরে সরকারের অর্জনের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ মাথাপিছু আয় ১০৪৪ মার্কিন ডলার, জাতীয় সঞ্চয় ২৯.৫ শতাংশ, বিনিয়োগ জাতীয় আয়ের ২৬.৮ শতাংশ, রপ্তানি আয় ২৭.১ বিলিয়ন ডলার, খাদ্য উৎপাদন ৩৭৫ মিলিয়ন টন, বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ১০,০০০ মেগাওয়াট, পোশাক শ্রমিকদেও নূন্যতম মজুরি ৫,৩০০ টাকায় উন্নীত করা। তাছাড়া, সরকার দেশের দারিদ্র্য হার ২৬.২ শতাংশে এবং অতি দরিদ্র হার ১১.৯ শতাংশে নামিয়ে আনতেও সক্ষম হয়েছে। এসকল ধারাবাহিক সাফল্য দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতার পরিচয় বহন করে এবং এর ফলে বাংলাদেশ এখন স্বল্পোন্নত দেশের গন্ডি অতিক্রম করার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। আমরা মনে করি বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের জন্য এসকল অর্জন ততোটা সহজ ছিলো না। সরকারের দৃঢ় ও বিচক্ষণ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এ সকল অর্জন ও সাফল্য ইতিবাচক ধারাবাহিকতার প্রমান দেয়, বিশেষ করে অর্থনৈতিক "Resilience" এর পরিচয় বহন করে। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, দেশের সার্বিক অর্থনীতির এ সাফল্যে বেসরকারি খাত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত নতুন মুদ্রানীতিতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে গড় মূল্যস্ফীতির হার ৭ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে যা বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়। তাছাড়া ঘোষিত নতুন মুদ্রানীতিতে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধের ১৫.৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১৬.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করছি যে, সরকারের সদিচ্ছা সত্ত্বেও বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হচ্ছে না; এ জন্য ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদ হার এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অন্যতম প্রধান কারন বলে আমরা মনে করি। তাই বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জণে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুদের হারের স্প্রেড (SPREAD) ৩ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

মাননীয় মন্ত্রী,

আপনার সরকারের গৃহীত প্রেক্ষিত ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশ ২০৪১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশ হতে উন্নত দেশে পৌঁছার লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এ

লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারী উভয় খাতের সার্বিক কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে হবে; কেননা বাজার অর্থনীতিতে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা অপরিসীম।

সরকারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের নীতিমালার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে দেশের সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আমরা সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। সরকারের রাজস্ব আয়ের অন্যতম উৎস হচ্ছে বেসরকারি খাত। তাই বেসরকারি খাতের জন্য একটি এনাবলিং পরিবেশ তৈরী করা খুবই জরুরী; যাতে বেসরকারি খাতের উপর যে গুরুদ্বায়িত্ব রয়েছে তা সঠিকভাবে প্রতিপালন করে বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকা সম্ভব হয়।

মাননীয় মন্ত্রী,

আমি এখন ব্যবসা-বাণিজ্য সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর পক্ষ হতে কতিপয় বিষয় আপনার সদয় বিবেচনার জন্য তুলে ধরছি ঃ

১। জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগ ঃ

লক্ষ্যনীয় যে, উন্নত বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক গতিধারার প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির বিদ্যমান অবস্থা বিবেচনায় মধ্যমেয়াদী সামাষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (Medium Term Macroeconomic Framework (MTMF), 2014-18) প্রণয়ন করা হয়েছে। ঢাকা চেম্বার মনে করে মধ্যমেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে। সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড জোরদারকরণের লক্ষ্যে জাতীয় অর্থনীতিতে বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশেষত শিল্প ও উৎপাদনশীল প্রকল্পে বিনিয়োগের ফলে দীর্ঘমেয়াদী টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়। আমরা দেখতে পেয়েছি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের প্রসারকল্পে সরকার বিনিয়োগ-বান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন ও আইন ও বিধিগত সংস্কার তথা সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে ইতোমধ্যে বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। যার সুফল আমরা দেখতে পাই বিশ্ব ব্যাংক ও IFC প্রকাশিত Doing Business 2014 শীর্ষক প্রতিবেদনে যেখানে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা দানের ক্ষেত্রে ১৮৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ২২তম। সরকারের ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ডাবল ডিজিট প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে বিনিয়োগ-জিডিপির অনুপাত বর্তমানের ২৬.৮ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৩২ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর পক্ষ হতে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, দ্রুত বিদ্যুতায়নের প্রচেষ্টা বাস্তবায়ন, গ্যাস সংযোগ, জ্বালানীর বহুমুখীকরণ, রেল, সড়ক, নৌ-পথ এবং স্থল পথের উন্নয়ন, নৌ ও বিমান বন্দর সমূহের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সহ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)ও পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি)-র বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা মনে করি, এর ফলে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে।

এছাড়া, সরকারের কার্যকর ভূমিকার কারণে পোশাক শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় এ শিল্প নতুন গন্তব্যস্থলে তাদের রপ্তানি সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হয়েছে। নতুন বাজার তৈরিতে সরকারের ২ শতাংশ হারে নগদ প্রণোদনা কার্যক্রম শুরু করায় ২০১৩ সালে অপ্রচলিত, নতুন বাজারগুলোতে পোশাক রপ্তানির পমিাণ ছিল আর্থিক মূল্যে ৩.৫ বিলিয়ন ডলার যা ২০০৮ সালে ছিল মাত্র ৮০০ মিলিয়ন ডলার। আমরা আশা করি, সরকারের এ প্রণোদনা অব্যাহত থাকবে যাতে পোশাক শিল্পের সাময়িক সংকটসমূহ কাটিয়ে উঠে আমরা বিশ্বব্যাপী বাজার সম্প্রসারণে আরো অধিক মনোযোগী হতে পারি।

২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আধুনিকায়ন ঃ

ভারসাম্যপূর্ণ রাজস্ব নীতি দেশে সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমান সরকার রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে সময়োপযোগী ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বিগত মার্চ ২০১১ সালে "NBR Modernization Plan 2011-2016" নামক কর্মসূচি গ্রহণ করে যা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে ট্যাক্স-জিডিপি রেশিও ২০১৬ সাল নাগাদ ১৩ শতাংশে পৌঁছবে (২০১২-১৩ তে ১১.২৫ শতাংশ), Web-based কর সেবা প্রদান করা সম্ভবপর হবে এবং কর বিষয়ক মামলাসমূহের ৮০ শতাংশ নিষ্পত্তি হবে বলে পরিকল্পনায় আশা প্রকাশ করা হয়েছে। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এ বিষয়ে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ আশা করে এবং এ সংক্রান্ত গবেষণা-ভিত্তিক সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে NBR এর সাথে একযোগে কাজ করতে চায়।

৩। পুঁজিবাজার সংস্কার ঃ

দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের উৎস হিসেবে দেশের অর্থনীতিতে পুঁজিবাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে পরিগনিত হয়ে থাকে। বিগত বছরে বেশ কিছু প্রতিকূলতার মধ্যেও ডিমিউচুয়ালাইজেশনের পাশাপাশি বাজারের গভীরতার কাজটি মোটামুটি ভালভাবেই সম্পন্ন করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) বিগত বছরের শুরুতে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর (এস

অ্যান্ড পি)-এর তত্ত্বাবধানে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) নতুন ডিএসএক্স চালু করেছে। সার্বিক বিচারে ২০১৩ সালটি পুঁজিবাজারের জন্য স্থিতিশীল ছিল। বিগত ২০১৩ সালে ক্ষতিগ্রস্থ বিনিয়োগকারীদের সহায়তায় আপনার সরকার ৯০০ কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন তহবিল গঠন করেছে। তাছাড়া, মিউচুয়াল ফান্ডের বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণার বিধান, প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন পরিপালনে ব্যর্থ কোম্পানির রাইট শেয়ার ছাড়ার অধিকার বিলুপ্ত করার মতো নানামুখী সংস্কার কার্যক্রম সম্পাদন করায় আমরা পুঁজিবাজার নিয়ে আশান্বিত।

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য যে মুদ্রাণীতি ঘোষণা করেছে তাতে দেশের বড় কর্পোরেট ও কনগ্লুমারেটদের তহবিল জোগাড়ের জন্য ব্যাংকগুলোর চেয়ে পুঁজিবাজারে ইক্যুয়িটি ও ডিবেঞ্চার ইস্যুর ব্যাপারে জোর দেয়া হয়েছে যা পুঁজিবাজারকে চাঙ্গা করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমরা মনে করি। বর্তমানে পুঁজিবাজার নিয়ে সংস্কার ও উন্নয়ন কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) Capital Market Development Program-2 (CMDP-2) এর আওতায় ১৪০ মিলিয়ন ডলার ছাড়ের ঘোষণা দিয়েছে যা পুঁজিবাজারের জন্য একটি ইতিবাচক সংকেত এবং এ সকল কর্মকান্ডে বিনিয়োগকারীরা আস্থা ফিরে পাবেন বলে ডিসিসিআই মনে করে।

৪। <u>ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদ হার ঃ</u>

ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদ হার নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও বিদ্যমান ব্যবসা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সরকারের রাজস্ব আয়ের একটি অংশ এবং সরকারি সঞ্চয়সমূহ কম সুদ হারে ব্যাংকগুলোতে জমা রাখলে, ব্যাংকগুলো তা আবার ব্যবসায়ী এবং গ্রাহকদের কম সুদ হারে ঋণ প্রদানে সক্ষম হবে। এতে ব্যাংক সুদের হার এক অংকের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব হতে পারে । দেশের রাজস্ব আয় এবং সঞ্চয় স্বল্প সুদে ব্যাংক গচ্ছিত রাখার ফলে আপাত দৃষ্টিতে সরকারে কিছুটা লাভ কম হলেও দীর্ঘ মেয়াদে বেসরকারী খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যবসা সম্প্রসারণ হবে এবং ট্যাক্স ও ভ্যাট আহরণের মাধ্যমে রাজস্ব আয় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে। অর্থনীতিতে এক ধরনের প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে। আমরা মনে করি সুদ হারসহ ব্যাংকের সার্ভিস চার্জ সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে বানিজ্যিক ব্যাংক এর সুদ নির্ধারনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিৎ বলে আমরা মনে করি। আমাদের জানামতে কোন কোন দেশে ব্যাংকে আমানতকারীদের গচ্ছিত অর্থ লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগের লক্ষ্যে ধার্য সুদের হার হতে অপেক্ষাকৃত কম হারে অফার করা হয় এবং একই প্রকল্পে যার মুনাফা সহ প্রকৃত আয় অনেক বেশি। আমরা এ ব্যাপারে আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

৫। <u>ব্যাংকিং খাতের কার্যক্রম ঃ</u>

বিগত বছরে ব্যাংকিং খাতে কিছুটা শৃঙ্খলার অভাবে দেখা গেলেও সরকারের সময়োচিত ও যুগোপযোগী ভূমিকার কারণে ব্যাংকিং খাতে সংস্কার কার্যক্রম লক্ষ্য করা গেছে যেমন ঃ ঋণ শ্রেণীকরণ নিয়ম শিথিলকরণ, অনসাইট ও অফসাইট সুপারভিশন ব্যবস্থা জোরদারকরণ ও পুনর্বিন্যাস, ঋণপত্র স্থাপনা এবং অভ্যন্তরীণ বিল ক্রয়ে অনলাইন সুপারভাইজরি রির্পোটিং এর আবশ্যিকতা প্রভৃতি।

৬। <u>দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা</u> ঃ

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন শিল্প উন্নয়ন ব্যতীত সম্ভব নয় এবং শিল্পায়নের মূল চাবিকাঠি হলো **অবকাঠামো উন্নয়ন এবং অবকাঠামো তৈরি**, এর ক্রমাগত মান উন্নয়ন এবং উন্নত সেবাপ্রাপ্তি। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, সরকার ইতোমধ্যে ইকোনোমিক জোন আইন-২০১০ অনুমোদন করেছে। সরকার ইতোমধ্যে **৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চল** স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে **(যথা মংলা, সিরাজগঞ্জ, আনোয়ারা, মিরের শরাই, মৌলভীবাজার)** এবং বেসরকারি খাতের দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে বিনিয়োগে দৃঢ় আগ্রহ প্রকাশ করে আসছে যা আমাদের অত্যন্ত আশান্বিত করেছে। **আমরা মনে করি বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা ও শিল্পাঞ্চল স্থাপনের প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন**। প্রান্তিক এলাকায় কৃষি নির্ভর ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পাঞ্চল স্থাপন এবং বিদ্যমান ইপিজেডগুলোতে শিল্পায়নের সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহারে সহায়তা ও উৎসাহদান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে সাথে স্বল্পোন্নত এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ এবং রাজস্ব ও আর্থিক সহায়তা প্রদানে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

৭। <u>ট্যাক্স নেট বৃদ্ধি করে কর হার হ্রাসকরণঃ</u>

সরকারের রাজস্ব আয়ের একটি বড় অংশ আসে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। তাই ব্যবসায়ীদের ব্যবসাকে সম্প্রসারিত করার সুযোগ করে দিলে সরকারের রাজস্ব আয়ও বাড়বে। অন্যদিকে কর হার বৃদ্ধির মাধ্যমে বেশি রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারিত হতে পারবে না এবং রাজস্ব আয়ও বাড়বে না; বরঞ্চ তা ব্যবসায়ীদের কর প্রদানে নিরুৎসাহিত করবে। তাই আমরা কর হার বৃদ্ধি না করে ট্যাক্স নেট বৃদ্ধি করে কর প্রদানকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। এছাড়া, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে সরকার e-TIN সেবা বাস্তবায়ন করেছে যার ফলে কর দাতাগণ এখন স্বাচ্ছন্দে হয়রানী ছাড়াই তাদের কর প্রদান করতে পারছেন। এ অর্জনের জন্য ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

৮। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) প্রকল্প বাস্তবায়ন ঃ

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবকাঠামো উন্নয়ন অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে থাকে। বিভিন্ন দেশে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) ভিত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের দিকটিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। সরকার পিপিপি প্রকল্পের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে পিপিপি কনসেপ্ট প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) আইনটি খসড়া আকারে রয়েছে। ডিসিসিআই আশা করে অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে খসড়া পিপিপি আইনটি দ্রুত প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন করা জরুরী।

৯। <u>কানেক্টিভিটি ঃ</u>

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কানেক্টিভিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের অধিকাংশই প্রধান সামুদ্রিক বন্দর চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের অপর সমুদ্র বন্দর মংলা একটি প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় এবং এক সময় পাট রফতানি ও অন্যান্য রফতানির জন্য মূলত প্রথম বন্দর হিসেবে এটি বিবেচিত হত। কিন্তু দীর্ঘদিন নানা সমস্যা ও জটিলতার কারণে বন্দরটির কার্যক্রম শ্লথ হয়ে পড়ে। গত ৫ বৎসরে আপনাদের সরকার মংলা বন্দরকে পুনরায় গতিশীল করেছে। প্রকৃত পক্ষে পদ্মা সেতু নির্মিত হওয়ার পর চট্টগ্রাম ও মংলা অর্থাৎ দু'টি বন্দর পাশাপাশি দেশের সকল পণ্য আমদানি ও রফতানির ক্ষেত্রে কাজ করবে এবং চট্টগ্রাম বন্দরের বর্তমান চাপ কমবে। সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর পায়রা বন্দরের কার্যক্রম উদ্বোধন করেছেন। এজন্য সরকারকে ডিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণে চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর চাপ কমানোর লক্ষ্যে মংলা ও পায়রা বন্দরকে যথার্থভাবে কাজে লাগাতে হবে। শুধুমাত্র ঢাকা-চট্টগ্রাম চার-লেন রাস্তা নির্মাণেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে না বরং আমরা মনে করি এর পাশাপাশি 'Dedicated Export Express Way' ও নির্মাণ করলে ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন।

এ লক্ষ্যগুলো সামনে রেখে অবকাঠামো উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। আপনার সরকার পদ্মা সেতু নির্মাণে যে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে আমরা আশা করি তা দ্রুত বাস্তবায়িত হবে। আমরা আশান্বিত যে, ইতোমধ্যে সরকার পদ্মা সেতু প্রকল্পের তিনটি কাজ যথা ঃ সেতু নির্মাণ, নদী শাসন, তত্ত্বাবধানকারী উপদেষ্টা বিষয়ে টেন্ডার আহবান ও প্রদানের কাজটি এ বছরের জুন মাসের মধ্যে সম্পাদন করার ব্যাপারে আমাবাদ ব্যক্ত করেছে।

১০। <u>"ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক" স্থাপনঃ</u>

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দের পাশাপাশি দেশ-বিদেশের সকল ব্যবসায়ী সমাজকে ব্যবসা ও বিনিয়োগ বিষয়ক সেবা ও তথ্য প্রদানের জন্য "ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক" স্থাপন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই এবং রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ অ্যান্ড ফার্মস (আরজেএসসি)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই হেল্প ডেস্ক-এর মাধ্যমে আরজেএসসি সংক্রান্ত সেবা যেমন ঃ অনলাইনে কোম্পানির নামের ছাড়পত্র, কোম্পানি নিবন্ধন, রিটার্ন ফাইলিং, অনলাইনে প্রত্যায়িত অনুলিপি প্রভৃতি সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। বেসরকারীখাত এ ডেস্ক ব্যবহারের মাধ্যমে কম সময়ে ও স্বল্প খরচে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাচ্ছেন বিধায় এর ভূয়সী প্রশংসা করছে। এ হেল্প ডেস্ক থেকে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারী তাদের প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি খুঁজে পাবেন। হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে ই-টিন সেবা প্রদানের কার্যক্রম চালুর জন্য ডিসিসিআই এনবিআরের নিকট আবেদন জানিয়েছে। আমরা আশা করি **অর্থ মন্ত্রণালয় ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক-এর কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবে**।

মাননীয় মন্ত্রী,

আজকের এ সভা অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র নব-নির্বাচিত পর্ষদকে সময় দানের জন্য আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ হতে যে কোন প্রকার সহযোগিতার ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

মোহাম্মদ শাহজাহান খান
সভাপতি
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)

০৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ ইং।